তাঁহাকে কোন্ সাধনের দ্বারা জানিতে পারা যায়? একমাত্র তাঁহারই কৃপাশক্তিতে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এই সকল প্রমাণের দ্বারা নির্বিবশেষ-ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবটি যে, ভগবৎকৃপার অধীন—তাহা সুস্পষ্ট-রূপেই বুঝা গেল। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রত মহারাজকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! আমার যে মহিমা অর্থাৎ মহত্ব সেইটি পরব্রহ্মশব্দে শব্দিত। আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত সেই ব্রহ্মতত্ত্বটি হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, যেহেতুক তোমার কৃত প্রশ্নসমূহের দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়া তোমার হৃদয়ে সেই পরব্রহ্ম-তত্ত্বটি প্রকাশিত করিব। এই শ্লোকটিতে "পরব্রহ্ম" এবং "অনুগৃহীত" এই দুইটি পদ একই অধিকরণে আছে বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্বটি অনুগৃহীত তত্ত্ব আর শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহক তত্ত্ব—এই শ্লোকটী দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইতি শ্লোকার্থ। ২।৫ অধ্যায়। শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন। ৪১—৪২ ॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেঽপি। তত্র প্রশ্নো যথা—
তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদিস্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবিদুর মৈত্রেয় সংবাদে বিদুরমহাশয়ের প্রশ্নটি যেমন করা হইয়াছে, তাহাতেও ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব দেখান হইয়াছে। হে সাধুবর্য্য! যখন মঙ্গলমূর্ত্তি শ্রীভগবানের ভক্তগণ বহির্মুখ জীবসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই মরজগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমাদিগকে সেই সুখরূপ পথটি বলুন। যে পথে ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া ভক্তিপূতহৃদয়ে অনাদিবেদ-প্রসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহিত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৩ ॥

অত্র শং সুখরূপং বর্ত্মেতি টীকাচ। ভক্তিপূতে প্রেমবিমলে সতত্ত্বং তত্ত্বম্। তচ্চ ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মেত্যাখ্যাবির্ভাবম্ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥ শ্রীবিদুরঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্রাজানজ-দেবস্তুতি দ্বারৈবোত্তরম্—পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা—বিশদাশয়া যে। বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বিয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্। তথাপরে চাত্মসমাধি যোগবলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাং। ত্বামেবধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে ॥ ৪৪ ॥

এই শ্লোকে "শং" "সুখরূপ বর্ত্ম" শং পদের এই প্রকার অর্থ শ্রীধরস্বামী-পাদ করিয়াছেন। "ভক্তিপূতে" "প্রেমবিমলহৃদয়ে" "সতত্ত্বং অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মভগবান এবং পরমাত্মা—এই তিনপ্রকার আবির্ভাবই তত্ত্বশব্দে অভিহিত। অতএব, সেই তিনপ্রকার আবির্ভাবের সহিত যে জ্ঞান, তাহারই